দ্বিতীয় অধ্যায়:

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে জাদুবিশ্বাসের প্রতিবিম্বন

সভ্যতার প্রথমপর্বে প্রতিটি আদিম গোষ্ঠীরই যাপনে ছিল জাদুবিশ্বাস। তারপর সময় যত গড়িয়েছে, সভ্যতা এগিয়েছে, বদল এসেছে মানুষের সঙ্গে জাদুর সমীকরণে। অবধারিতভাবে সাহিত্য সেই প্রতিবিম্বন ধারণ করেছে। তাই নবম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে জাদুবিশ্বাস যেভাবে উঠে এসেছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, সেসময়ের বাংলার আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কারের অন্দরমহলে জাদুর জায়গা ছিল বেশ প্রশস্ত। 'চর্যাপদ' থেকে 'অন্নদামঙ্গল'-এ উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের জাদুবিশ্বাসের মধ্যে এখানে মূলত জাদুক্ষমতাবিশিষ্ট দ্রব্য, দিব্যি, বশীকরণ, ঝাড়ফুঁক, ঘুমপাড়ানির মন্ত্র, সম্মোহন, প্রবর্তক, নিবর্তক জাদুর কয়েকটি উদাহারণ তুলে ধরা হল; শুভ-অশুভের ধারণা, পাপ-পুণ্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস জাতীয় তত্ত্বগত জাদুর উল্লেখ না করে।

চর্যাপদ-

প্রথমেই চর্যাপদ—বাংলার প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন। রচনাকাল আনুমানিক নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক কবিদের লেখা। বহুঅর্থবোধক ব্যঞ্জনাময় ভাষার আশ্রয়ে রচিত চর্যার অন্তরঙ্গে আদ্যোন্ত তান্ত্রিকতা—সেখানে 'যোগ চর্যার মধ্য দিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়াই সাধকের উদ্দেশ্য।'[১] তবে বহিরঙ্গের আলোচনাতেও খুব সহজেই নাগাল পাওয়া যায় সামাজিক জাদুবিশ্বাসের।

চর্যায় সরাসরি এক জাদুক্ষমতাবিশিষ্ট মদের কথা আছে, যার দ্বারা অজর অমর ও দৃঢ়স্কন্ধ হওয়া যায়—

'এক সে সুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।

চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।।

সহজে থির করী বারুণি সান্ধে।

জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধে।। ধ্রু।।'[২] [৩ সংখ্যক]

'বাচ্যার্থ।। ১-২, এক সে শুঁড়ি—মেয়ে দুইকে নিয়ে ঘরে সাঁধায় (বা ঢোকে)। সুপারির ছালের বাখর দিয়ে মদ বাঁধে (ফেনায়)। ৩-৪, সহজে থিতিয়ে (স্থির করে) মদ গাঁজায় যাতে অজরামর ও দৃঢ়স্কন্ধ হওয়া যায়।'[৩]

শুভ অশুভের ধারণা এবং গুরুর নামে দিব্যি—

'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।

ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।। ধ্রু।।'[৪] [৪৫ সংখ্যক]

'বাচ্যার্থ।। ৫-৬, সেই তরু শুভ-অশুভ [-রূপ] জল [-সেচে] বাড়ে। [তত্ত্ব-] জ্ঞানিগণ গুরুর দিব্যি দিয়ে [সেই তরু] ছেদন করে।'[৫]

মৃতদেহ দাহ ও পিণ্ডদান দ্বারা আত্মাকে নির্বেদ করার জাদুবিশ্বাস—

'চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।

তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণশিআলী।। ধ্রু।।

মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।

হের সে শবরো ণিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী।। ধ্রু।।'[৬] [৫০ সংখ্যক]

'বাচ্যার্থ।। ১১-১২, ওরে, চাঁচাড়ি দিয়ে চার বাসে (=জায়গায়) সাজাল। সেখানে তুলে শবর দাহ করল। শকুন-শৃগাল কাঁদে। ১৩-১৪, ভবমত্তকে মারল, দশদিকে পিণ্ড (=বলী) জড়ো করা হল। এই সে শবর নির্বেদ হল, ঘুচল [তার] শবরপনা।'[৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গিয়ে জাদুর পরিধিটা আরো বিস্তৃতভাবে ধরা পড়ে। সেখানে বশীকরণ,

ঝাড়ফুঁক, ঘুমপাড়ানি মন্ত্রে ঘুমপাড়ানো প্রভৃতি নানান জাদুক্রিয়া রাধাকৃষ্ণ কাহিনির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বশীকরণ—

'আপণে করিব আম্ভে তেহেন উপাএ।

যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাএ।।

মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।'[৮] [বাণখণ্ড ১]

['আমি নিজেই এমন উপায় করব যেন রাধা আমার পায়ে পড়ে। মন্মথ বানে তার মরমে (আঘাত) হানব।'[৯]]

'বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।

ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুণ।।

স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।

ঊছটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে।। ৩

ত্রিজগতনাত তোম্ভে দেব বনমালী।

তোম্ভেকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী।।

উলটিআঁ সে যাচু তোম্ভাক যতনে।'[১০] [বাণখণ্ড ২]

[কানাই, দেরী কোরো না, আমার কথা শোনো। তাড়াতাড়ি পুষ্পশরে গুণ লাগাও। স্তম্ভন, মোহন, দহন, শোষণ, উচাটন—(এই পাঁচ) বাণে রাধাকে পরাণে মার। ৩।। দেব বনমালী, তুমি ত্রিজগতে ঈশ্বর; (অথচ) রাধা তোমাকে (একটুও) ভয় করে না। (এখন) সে উল্টে তোমাকেই প্রার্থনা করুক।'[১১]]

‘বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।

রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান।।

পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।’[১২] [বানখণ্ড ৬]

[‘(কৃষ্ণ) বাম হাতে ধনুক (এবং) ডান হাতে তীর (নিয়ে) তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সঙ্গে রাধার হৃদয়ে (ছুঁড়ে) মারলেন। ফুলের শরে রাধা হেলে পড়ল।’[১৩]]

‘রাধা বস করি কাহ্ন গেলা বৃন্দাবনে।

তার পাছে গেলী রাধা বিকলী মদনে।।’[১৪] [বাণখণ্ড ৭]

[‘রাধাকে বশীভূত করে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলেন। তার পেছনে গমন করলেন মদন পীড়িতা রাধা’[১৫]]

ঝাড়ফুঁকে মৃতসঞ্জীবন—

‘কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।

বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার।।

ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।

ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী।। ১।।

মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।

তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে।। ধ্রু।।’[১৬] [বাণখণ্ড ৭]

[‘কৃষ্ণ (তবে) হাতে রাধার শরীর স্পর্শ করলেন। তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (শরীরস্থ রস

রক্তাদি) অষ্টধাতু জীবিত হল। ধ্যান ক’রে (অর্থাৎ মনোযোগের সঙ্গে) হাত দিয়ে কৃষ্ণ তাকে ঝাড়েন। চন্দ্রাবলী গাত্রোত্থান করে ধীরে ধীরে। ১।। রাধা ম’রে (আবার) গোকুল সমাজে জীবিত হয়ে উঠল।’[১৭]]

মোহন বাঁশী দ্বারা সম্মোহন—

'সৃজিল কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী।। ৫

সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।

সুবণ্ণের সাম্বী হিরার বন্ধিল কাম।। ৬

হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।

বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার।।' ৭[১৮] [বংশীখণ্ড ১]

['তখন (অগত্যা) কৃষ্ণ মোহন বাঁশী তৈরি করল। ৫।। তাতে অনুপম সাতটি ছিদ্র ক'রে সুবর্ণ বলয় (পরালেন ও) হীরার কারুকার্য করলেন। ৬।। আনন্দে পরিপূরিত হয়ে (অতঃপর) কৃষ্ণ তাতে দিলেন ওঁকার-ধ্বনি। জগতমোহিত করতে পারে (এমন সেই) বাঁশীর শব্দ। ৭।। '[১৯]]

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।

কে না বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে।।

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।

বাঁশীর শবদে মোর আউলাইলোঁ রান্ধন।। ১

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জণা।

দাসী হআঁ তার পাএ নিশি বোঁ আপনা।। ধ্রু

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।

তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে।।

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।

বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরানী।। ২

আকুল করিতেঁ কিবা আত্মার মন।

বাজাএ সুন্দর বাঁশী নান্দের নন্দন।।'[২০] [বংশীখণ্ড ২]

['বড়ায়ি, কালিন্দী নদীকূলে কে না বাজাচ্ছে (এই) বাঁশি! বড়ায়ি (গো), কে না বাজায় বাঁশি এই গোঠ গোকুলে! আমার শরীর আকুল, ব্যাকুল (হল) মন। বাঁশির শব্দে আমার রান্নার (কাজ) এলোমেলো হয়ে গেল। ১।। বড়ায়ি (গো), কে না বাজায় (এই) বাঁশি! না (জানি) সে কোন জনা! দাসী হয়ে তার পায়ে নিজেকে সঁপে দিব। ধ্রু।। বড়ায়ি, মনের সুখে কে (ওই)বাঁশি বাজাচ্ছে! তার শ্রীচরণে কী দোষ আমি করেছি! আমার চোখে পানি ঝরছে অঝোরে। বড়ায়ি (গো), বাঁশির সুরে আমি মন হারিয়ে ফেললাম। ২।। (কেবল) আমার মন আকুল করবার জন্যই কি নন্দের পুত্র সুমধুর স্বরে বাঁশি বাজাচ্ছে?'[২১]]

বাঁশির শব্দে বিপদ-আপদ দূর-

'বাঁশীর শব্দ আপদ খণ্ডন

আম্ভার বাঁশীর শবদেঁ ল।

আল হের রাধাখণ্ডএ সকল আপদে।'[২২] [বংশীখণ্ড ২৪]

['আমার বাঁশীর শব্দে, ওলো রাধিকে দেখ্, সকল আপদ খণ্ডিত হয়।'[২৩]]

ঘুমপাড়ানি মন্ত্র-

'কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।

তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশি।।৬

নিন্দাউলী মন্ত্রে তাকে নিন্দাইব আম্ভি।

তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুম্ভি।।'৭[২৪] [বংশীখণ্ড ২০]

[কৃষ্ণ যদি কদমতলায় ব'সে থাকে তবে কিভাবে তার বাঁশী আমি চুরি করব। ৬।। ঘুম-পাড়ানী মন্ত্রে আমি তাকে ঘুম পাড়াব, তখন তার বাঁশী নিয়ে ঘরে চ'লে যেও। ৭।।[২৫]]

'গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনেতটে।

নিদ্রালুং বিদধে মর্ন্ত্রৈবংপাপহরণাশয়া।।'[২৬] [বংশী খন্ড ২১]

[রাধার সঙ্গে গিয়ে বাঁশি চুরির উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা যমুনাতীরে কৃষ্ণকে মন্ত্র দ্বারা নিদ্রাভিভূত করল।[২৭]]

'যমুনাতীরে কদম তরুতলে

বাঅ বহে সুশীতলে।

তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ

পুরিল বাঁশীত শরে।।

নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল কাহ্নে

তেঁসি না গেলা ঘরে।

নব কিশলয় শয়নে যুতিল

বাঁশীত দিআঁ সিঅরে।।১

আল।

কাহ্ন নিন্দ গেলা গেলে।

দৈব নিবন্ধন খন্ডন না জাএ

বাঁশী হারায়িল ভোলে।। ধ্রু

সকল সখিগনে যমুনাক গেলা

আণিবারেঁ পানী।

কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ

দেখিল আইয়নরানী।।

ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ

বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।

কাখের কুম্ভত ভিতর খুয়িআঁ

রাধা লড়িলা ঘরে।।'২[২৮] (বংশীখণ্ড ২১)

['যমুনাতীরে কদমগাছের তলায় সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে ব'সে সে দেবরাজ বাঁশিতে সুর দিলেন। (অতঃপর) তাঁকে নিদ্রা পেয়ে বসল। সেজন্যে (আর তিনি) ঘরে গেলেন না। নব কিশলয়-শয়নে মাথার কাছে বাঁশিটি রেখে (তিনি) ঘুমিয়ে গেলেন।১।। ওগো, নিদ্রায় ঢ'লে পড়লেন কৃষ্ণ। দৈব-নিবন্ধ খণ্ডন করা যায় না। (নিদ্রা)-মোহে বাঁশিটি হারিয়ে ফেললেন। ধ্রু।। সখীরা সকলে যমুনায় পানি আনতে গেল। আইহন-পত্নী দেখল, কদমতলায় কৃষ্ণ ঘুমিয়ে আছেন। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁশিটি চুরি ক'রে কাঁখের কলসী-মধ্যে রেখে রাধা চ'লে এল।২।।[২৯]]

ধ্যানযোগে হারানো জিনিসের সন্ধান জানা-

'সগ্র্গ মর্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে

তোঁমোর নিআঁছিস বাঁশী।'[৩০][৩৬বংশীখন্ড]

[চিন্তা ক'রে মনে মনে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল খোঁজ ক'রে দেখলাম তুই আমার বাঁশী নিয়েছিস।[৩১]]

অনুবাদ সাহিত্য-

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই।

মন্ত্রপূত জলে ব্যথা উপশম-

'মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির পায়।

জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়।।'[৩২] রামায়ণ/কৃত্তিবাস ওঝা

ব্রতোদ্‌যাপনের দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভ-

'শুদ্ধ চিত্তে ব্রত যেই করে আচরণ।

সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন।।'[৩৩] [শান্তিপর্ব] মহাভারত/ কাশীরাম দাস

'এই মতে মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।

শুদ্ধ চিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে ।।

সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে শিবলোকে যায়।

যমের তাড়না নাহি কদাচিৎ পায়।।'[৩৪] [শান্তিপর্ব] মহাভারত/ কাশীরাম দাস

মন্ত্রের দ্বারা অঙ্কুর নির্গমন-

'মন্ত্র পড়িয়া ভস্ম মুষ্টি পর্বতে ফেলিল।

দৃষ্টি মাত্র সেই ক্ষণে অঙ্কুর হইল।।'[৩৫] [আদিপর্ব] মহাভারত/কাশীরাম দাস

মন্ত্র পড়ে বান আনা-

'তবে কাম অর্দ্ধচন্দ্র পুরিল সন্ধান।

মন্ত্র পড়িত বান হয় মূর্ত্তিমান।।'[৩৬] শ্রীকৃষ্ণবিজয়/মালাধর বসু

মঙ্গলকাব্য-

মঙ্গলকাব্যগুলোতেও এসবের উদাহরণ ভূরি ভূরি।

ওষুধ প্রয়োগে বশীকরণ-

'হাই হামলাতি কালিয়া বিছাতি

প্রদীপ আচ্ছাদন কৈল।।

বরের মালা আনি আপন গলে ধনী

দিলেন হরষিত হৈয়া।

লোচন লোচনে হৈল দুইজনে

বর রহে স্বর্গ চায়্যা।।

অনেক ঔষধ করিয়া পরিচ্ছদ

বেহুলা দিল পতি ভালে।।'[৩৭] মনসামঙ্গল/কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

ঋতুস্নানের পূর্বে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ-

'চান্দোর মন্দির দেবী জায় ধীরে ধীরে।

ঋতু স্নান করি আইল মন্দিরে।।'[৩৮] মনসামঙ্গল/কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পান পড়ার দ্বারা মানুষ থেকে মেষ-

'গুরিক্ষা বলেন কেন সাধিব বিশেষ।

পড়া পান পরশে আপনি হবে মেষ।।

গলায় করব মোর শিঙ্গাদার ধর ধর

দিহ মোর যেখানে জননী।'[৩৯] শ্রীধর্ম্মমঙ্গল/ঘনরাম

বশীকরণ-

‘আনিল গোমুণ্ড হাড়ি কাপাস বাড়ি হৈতে।

চারি আয়্য জড় হয়্যা আঙ্গিনাতে পোতে।।

আয়্য দিল ঔষধ গুবাক তিন কুড়ি।

তাহার উপরে রাখে গামারের পিড়ি।।

আপনি মঞ্জুরা সাজে বরণের ডালা।

ঔষধ করিতে চায় ছামুনির বেলা।।’[৪০] ধর্মমঙ্গল/রূপরাম

‘ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।

দোছট করি যে পরে তসরের শাড়ী।।

পূজার মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।

দূর্গার প্রদীপ করে কজ্জ্বলের বড়ি।।

সাধুর কপালে জবে দিব রঙ্গ বসু।

খুল্লনার হবে সাধু পঞ্জরের পশু।।

আনিল পূড়াতি গাছ হাই হামলাতি।

কবরের তুলিয়া আনে কালিমা বিছাতি।।

ইহা দরশনে তার বশ হবে পতি।

উলঙ্গ হইয়া আনে নিশাভাগ রাতি।।

সাপের আঠালি আনে বাদিয়ার ঘরে।

রোহিত মাছের পিত্ত মঙ্গল বাসরে।।

কাপাসের বাড়ি হইতে আনিল গোমুণ্ড।

যাহে দণ্ডাইয়া সাধু রহে দুই দণ্ড।।

খুল্লনা করিবে যবে সাধুর অপমান।

দণ্ডাইয়া শুনিবে সাধু গোমুণ্ড সমান।।'[৪১] চণ্ডীমঙ্গল/মুকুন্দ

'মোরে বলে লহনা করহ অবধান।

ঔষধ আনিয়া তোর সাধিব সম্মান।।

পত্রিকার কলাগাছ রপিব অঙ্গনে।

ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে প্রতিদিনে।।

নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।

সাধু হবে নফর খুল্লনা হবে চেড়ী।।

পত্রিকা ভাসাল্য নীরে হরিদ্রার মূল।

শ্মশানের যতনে আনিবে তিন ফুল।।

ইহা ধরি সত্যভামা বশ কৈল নাথ।

যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত।।'[৪২] চণ্ডীমঙ্গল/মুকুন্দ

ব্রতের দ্বারা ঈপ্সিত লাভ-

'পূজিবে চণ্ডিকা প্রতি মঙ্গল বাসরে।

বিপদ সাগরে দুর্গা হবে কর্ণধারে।।'[৪৩] চণ্ডীমঙ্গল/মুকুন্দ

'নাভি পদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।

দুই শত্রুরের রণ নারায়ণে মতি।।

এই ব্রতফলে তোর আসিবেক পতি।

স্বামী প্রেমের ধাম হবে পুত্রবতী।।'[৪৪] চণ্ডীমঙ্গল/মুকুন্দ

সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা-

'রহিতে আমার কাছ যদি আছে মোতি।

অনলে পরীক্ষা দেয় যদি হয় সতী।।'[৪৫] চণ্ডীমঙ্গল/মুকুন্দ

জল পরীক্ষা-

'সাধু জনার মর্ম বন্দনা করি ধর্ম

মন্ত্র লিখে চল দলে দলে।

আনিয়া পথিক দুই তারো সাথে পত্র থুই

ডুবাইল সরোবরে জলে।।

খুল্লনা পরীক্ষা লয় কোন বেন্যা কিছু কয়

উজানি করয়ে ধন্যিধন্যি।।'[৪৬] চণ্ডীমঙ্গল/মুকুন্দ

আয়তের চিহ্ন নোয়া-

'আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।'[৪৭] অন্নদামঙ্গল/ভারতচন্দ্র

চৈতন্য জীবনী সাহিত্য-

চৈতন্য জীবনী সাহিত্যেও বারবার জাদুবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে।

মন্ত্রপূত জলে মাটি ফেটে যায়-

'নৃসিংহের মন্ত্র পঢ়ি মারে জল ঝাঁটি।

হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি।।'[৪৮] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/কৃষ্ণদাস কবিরাজ

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের স্মরণে বিঘ্ন দূর, ঈপ্সিত লাভ-

‘গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।

গুরু বৈষ্ণব ভগবান—তিনের স্মরণ।।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।

অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।।’[৪৯] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল শুনলে সব অমঙ্গল নাশ হয়-

‘বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।

যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।।’[৫০] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বৈষ্ণব পদাবলী-

বৈষ্ণবকবিদের পদগুলোর মধ্যেও জাদুবিশ্বাসের প্রসঙ্গ-

বাঁশীর দ্বারা উচাটন-

‘নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন

বিরহ অনলে জ্বলে তনু।

ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণাম কিবা হয়

কি মোহিনী জানে কালা কানু।।

দারুণ মুরলী স্বর না মানে আপন পর

মরমে ভেদিয়া যার থাকে।’[৫১] – দ্বিজ চন্ডীদাস

মোহন মায়ার দ্বারা সকলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া –

‘ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী

মিছা তোলে পরিবাদ।

জানিলে এমন হইবে কেমন

বড় দেখি পরমাদ।।

চন্ডী দাস কহে শুনলো সুন্দরি

তুমি বড়ুয়ার বহু।

শ্যামের মোহন মায়ার কারণ

লখিতে নারিবে কেহু।।'[৫২] -দীন চন্ডীদাস

সর্প পরীক্ষা-

'তোহে ছাড়ি জদি হম পরসব কোয়।

তুঅ হার-নাগিনি কাটব মোয়।।

হমর বচন জদি নহি পরভীত।

বুঝি করহ সাতি জে হোয় উচীত।।'[৫৩] বিদ্যাপতি

বশীকরণ-

'কুঢ় একাঙ্গী একল বীর।

চ চিতউর জৈন্তির সীর।।

পিসি দেবও হরিতারী মান।

হে এবহ ঘিঅ জমাই পরাণ।।...

গুরু গুগুর অওর বহেলা।

মাকর মাছী মণ্ডপ চেলা।।

শানি মহেসর জারব আগি।

পহু হুঙ্করব তোরা লাগি।।

খঞ্জন আঁখি প্রেরা পীত।

হে এবহ ঘিঅ জমাইক হীত।।

নয়ন কাজর করব পান্তি।

হাকদ পহু প্রেরা ভান্তি।'[৫৪] বিদ্যাপতি

আরাকান রাজসভার সাহিত্য-

আরাকান রাজসভার কবিদের লেখনীতেও জাদুবিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিসমিল্লা নামে কার্যসিদ্ধি-

'বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন।

যে নাম স্মরণে কার্যসিদ্ধি সর্বস্থান।।'[৫৫] লোরচন্দ্রাণী/দৌলত কাজী

ওঝা বৈদ্য গারুড়ী(=যারা বিষমন্ত্র জানে[৫৬])-র উপস্থিতি-

'ইষ্টমিত্র নৃপকুল সব আইল শুনি।

ওঝা বৈদ্য গারুড়ী আইল বহুগুণী।।'[৫৭] পদ্মাবতী/সৈয়দ আলাওল

জাদু সংখ্যা তিন-

'পূজার সম্বল যত মণ্ডপে ভরিয়া।

পুনঃ পুনঃ তিনবার প্রণাম করিয়া।।'[৫৮] পদ্মাবতী/সৈয়দ আলাওল

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এভাবেই প্রশ্নাতীতভাবে জাদুক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জাদুক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে সফলভাবে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, অমলকুমার। *বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, জুলাই ১৯৮৯, পৃ- ৫৬

২. দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ- ১১৭

৩. তদেব, পৃ- ১২০

৪. তদেব, পৃ- ২১৫

৫. তদেব, পৃ- ২১৬

৬. তদেব, পৃ- ২২৩

৭. তদেব, পৃ- ২২৫

৮. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। (সম্পাদনা, আলোচনা, ভাষাতাত্ত্বিক টীকা), *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা ৯, মাঘ ১৪১৯, বইমেলা ২০১৩, পৃ- ২৪৮

৯. তদেব, পৃ- ২৪৮

১০. তদেব, পৃ- ২৪৯

১১. তদেব, পৃ- ২৪৯

১২. তদেব, পৃ- ২৫৪

১৩. তদেব, পৃ- ২৫৪

১৪. তদেব, পৃ- ২৫৪

১৫. তদেব, পৃ- ২৫৪

১৬. তদেব, পৃ- ২৫৪

১৭. তদেব, পৃ- ২৫৪

১৮. তদেব, পৃ- ২৫৫

১৯. তদেব, পৃ- ২৫৫

২০. তদেব, পৃ- ২৫৭

২১. তদেব, পৃ- ২৫৭-২৫৮

২২. তদেব, পৃ-২৭৭

২৩. তদেব, পৃ-২৭৭

২৪. তদেব, পৃ-২৭৮

২৫. তদেব, পৃ-২৭৮

২৬. তদেব, পৃ-২৭৮

২৭. তদেব, পৃ-২৭৮

২৮. তদেব, পৃ-২৯১

২৯. তদেব, পৃ-২৯১

৩০. তদেব, পৃ-২৯৫

৩১. তদেব, পৃ-২৯৫

৩২. গুঁই, মৃত্যুঞ্জয়। *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস,* সাহিত্যলোক, কল-৬, ২০০৮, পৃ- ১৬৬

৩৩. তদেব, পৃ-১৩৪

৩৪. তদেব, পৃ- ৯৩৬

৩৫. তদেব, পৃ- ১৬৬

৩৬. তদেব, পৃ- ১৬৬

৩৭. তদেব, পৃ- ১১২

৩৮. তদেব, পৃ- ১৩১

৩৯. তদেব, পৃ-১৬৭

৪০. তদেব, পৃ-১১২

৪১. তদেব, পৃ- ১১২

৪২. তদেব, পৃ- ১৬৫

৪৩. তদেব, পৃ- ১৩৬

৪৪. তদেব, পৃ- ১৩৬

৪৫. তদেব, পৃ- ১৪৫

৪৬. তদেব, পৃ-১৪৬

৪৭. তদেব, পৃ-১৩০

৪৮. তদেব, পৃ- ১৬৬

৪৯. তদেব, পৃ-১৬৯

৫০. তদেব, পৃ- ১৬৯

৫১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত)। *বৈষ্ণব পদাবলী,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০০০, পৃ ৬১

৫২. তদেব, পৃ ৭১

৫৩. প্রাগুক্ত, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস,* পৃ- ১৬২

৫৪. প্রগুক্ত, *বৈষ্ণব পদাবলী,* পৃ-৪০৯

৫৫. প্রাগুক্ত, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস,* পৃ- ১৬৮

৫৬. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সঙ্কলিত, সম্পাদিত)। *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান প্রথম ভাগ,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ১৯৮৮ পৃ ৬৭২

৫৭. প্রাগুক্ত, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস,* পৃ- ১৬৬

৫৮. তদেব, পৃ- ১৬১